এক পুলিশের ডায়েরী

“আমি হতে চেয়েছিলাম শিক্ষক। কিন্তু পরে হয়ে গেলাম পুলিশ”। এভাবেই ডায়েরী শুরু করেছেন প্রাক্তন ঊর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা জনাব সফিক উল্লাহ্ সাহেব।

Pen is mightier than the Sword! এই কথা মনে প্রানে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও’ সময়ের প্রয়োজনে, জীবনের তাগিদে জনাব সফিক উল্লাহ্য সাহেব’কে কলম ছেড়ে ধরতে হয়েছিল রাইফেল, একবার নয়, বারবার। প্রথম জীবনে বিমান বাহিনী’তে যোগ দিলেও, শিক্ষক হওয়ার অদম্য ইচ্ছা সবসময়ই ছিল বুকের ভিতর। এমন সময় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। স্বাধীনতার পর যোগ দেন বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে, যখন বিশৃংখলা চারদিকে।

আমাদের দেশে কথা বলার মানুষ আছে অনেক, কিন্তু লেখার মানুষের বড় অভাব; লেখার ব্যাপারে প্রচন্ড অনীহা। বিশেষত পেশজীবী বা সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে এই অনীহা আরো প্রকট। এর ফলে জাতীয় জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ন ঘটনাই সাধারন মানুষের কাছে চিরদিনই অজানা থেকে যায়। ফলশ্রুতিতে গুজব ডালপালা বিস্তার করে এবং একসময় মিথ্যাই সত্যের জায়গা দখল করে। একসময় বাস্তবতার চেয়ে শ্রুতি’ই বেশী বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠে বেশিরভাগ মানুষের কাছে। এই জন্যই একসময় আমাদের দেশের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল।

‘এক পুলিশের ডায়েরী’ মূলত এক পূলিশ অফিসারের কাছ থেকে দেখা দিনলিপি। লেখক বিশ্বস্ততার সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ন ঘটনা যা তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন বা যার সাথে তিনি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। এই সব চাঞ্চল্যকর ঘটনা আমরা দৈনিক পত্রিকায় প্রতিনিয়ত দেখি, যেমন আমার বন্ধুর মা’ মাহিয়া ইসমাইল হত্যা আমাকেও সেই সময় ভীষনভাবে আলোরিত এবং বিষন্ন করেছিল। আমি এই ডায়েরী পরার আগ পর্যন্ত জানতাম না যে, লেখকই ছিলেন সেই খুনীদের গ্রেফতারের নেপথ্যের নায়ক। এমনি এই ধরনের অনেক লোমহর্ষক এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনা’র বিবরন পাওয়া যায় এই ডায়েরী’তে। বেশ কয়েকটি অধ্যায় আছে এই এই ডায়েরী’তে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ যুদ্ধোত্তর দেশ, সেনাশাসনে, আন্দোলনের দিনগুলো, এরশাদের পতনকাল। অনেক ঘটনার পিছনের ঘটনার বিশদ বর্ননা আছে এই অধ্যায়গুলিতে।

যুদ্ধোত্তর দেশঃ এই ডায়েরীর শুরু মূলত শুরু ১৯৭৩ সালে পুলিশ সার্ভিসে যোগদানের পর থেকেই। চাকুরীর প্রথম জীবনে গনবাহিনী আর নকশালদের ধংসাত্বক কার্যকালাপের সময় যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা ফুটে উঠেছে এর পাতায় পাতায়। রাজধানী ঢাকার পাশ্ববর্তী মানিকগঞ্জে ছিল গনবাহিনী, সর্বহারা আর চরমপন্থীদের উৎপাত। সেই সব আস্থির দিনগুলির বর্ননা আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের কলমে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় এবং ৭৫ পরবর্তী সামরিক শাসনকালের অনেক তথ্য পাওয়া যায় এই ডায়েরী’তে।পাওয়া যায় মেজর আখতার আর মেজর সাঈদ ইস্কান্দার সম্পর্কে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি বর্তমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমাবেশে পুলিশের গুলিতে মারা যান কমপক্ষে ২৬ জন। এর ফলশ্রুতিতে পরদিন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলে শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়ার উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শেখ হাসিনা পরে আর যাননি। এই নিয়ে সেই সময় প্রচন্ড বিভ্রান্তি'র এবং গুজবের সৃষ্টি হয়। অনেক সচেতন মানুষের মত আমিও জননেত্রী শেখ হাসিনার অনুপস্থিত থাকার কারন জানার চেষ্টা করেও ব্যার্থ হই। সেই সমস্ত প্রশ্নের উওর আমারা পাই, সেই সময়ের দ্বায়িত্বপালনকারী এই পুলিশ কর্মকর্তার কাছে। তাই এই বইটিকে ডায়েরী না বলে, দলিল'ও বলা যেতে পারে।

সেনাশাসনে, আন্দোলনের দিনগুলো, এরশাদের পতনকালঃ এই অধ্যায়গুলিতে একেবারে কাছ থেকে দেখা **৭৫ পরবর্তী এবং স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলের অনেক অজানা এবং গুরুত্বপূর্ন তথ্য পাওয়া যায় ।** যেমন ফ্রিডম পার্টি'র জন্মের উদ্দেশ্য এবং কাজী জাফর সম্পর্কে জানা যাবে অনেক চাঞ্চলকর তথ্য। আর আছে স্বৈরাচারের পতনের বিশদ বর্ননা।

মূলত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সারদা পুলিশ একাডেমী থেকে শুরু করে কুখ্যাত গ্রেনেড হামলা পর্যন্ত অনেক ঘটনার বিবরন আছে এই বইয়ে। শৈশবে কুয়াশা, দস্যু বনহুর, কিরিটী রায় আর মাসুদ রানা'ই ছিল আমাদের রোমাঞ্চ এবং গোয়েন্দা জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য (?) উৎস। এক সময় গোয়েন্দা বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তা লেখক উৎসাহী পাঠককে নিয়ে যান উত্তর বংগ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, গাইডেড ট্যুর' এর মত। বই পড়তে পড়তে পাঠকের চোখের সামনে ভেসে উঠবে সব চাঞ্চল্যকর ঘটনা আর লোমহর্ষক অভিযান!

ইমেজ সংকটে পুলিশ বাহিনীঃ প্রতিদিন ঢাকার রাস্তায় দেখি কর্মরত পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সম্পর্কে প্রায় সবাই ঢালাও বিরূপ মন্তব্য করে। তাই দেখে আমি একদিন একজন'কে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, 'ধুলাবালি, ধোঁয়া, শব্দদূষন আর বিশৃংখল যানবাহনের বিশ্ব-রাজধানী' এই ঢাকার রাস্তার মধ্যে (যেমন, বিমান বন্দরের সামনের গোলচক্করে) কিছু করতে হবে না, আপনি কি দশ মিনিট ট্রাফিকের মধ্যে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে পাড়বেন? যা যে কোন সাধারন মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব এবং অকল্পনীয় ব্যাপার। এই অসম্ভব পরিস্থিতীতে আমাদের পুলিশরা ঘন্টার পর ঘন্টা জীবন হাতের মুঠার মধ্যে নিয়ে দায়িত্ব পালিন করেন, প্রায়ই মারাও যান। তার পরেও সাধারন মানুষের মধ্যে কেন এই রকম বিরূপ ধারনা আমাদের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে? কোন ব্যাখ্যা আমি দাড় করাতে পারি নাই ।

এই ব্যাপারটির কারন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। লেখকের ভাষায় দূর্নীতি অনেকেই করে, অথচ "পরিমানে নগন্য হওয়া সত্ত্বেও পুলিশের দূর্নীতিতে প্রক্রিয়াটি হয় বেশি। মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। আর পুলিশ যেহেতু সারাদেশেই ছড়িয়ে আছে, তাই সেটা স্রুত চাউর হয়ে যায় দেশজুড়ে। চাকরি করতে গিয়ে একজন পুলিশকে যে কত প্রতিকুল পরিস্থিতীতে পড়তে হয় সেটা সাধারন মানুষ চিন্তাও করতে পারবে না"।

এই ইমেজ সংকট উদ্ধারের জন্য লেখক যেমন সাধারন মানুষের মন জয় করার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েই থেমে থাকেন নি। তিনি এর সহজ ফরমুলা'ও দিয়ে দিয়েছেন এই ভাবেঃ "সাধারন মানুষের মন জয় করা। সেটা পুলিশের চাকরি করে যত সহজে করা যায়, তা অন্য কোন পেশায় চিন্তাও করা যায় না। বিপদে পড়ে যদি কেউ পুলিশের শরনাপন্ন হয়, তাকে যদি দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ একটু হাসি মুখে গ্রহন করে , শান্তভাবে গুরুত্ব সহকারে তার কথা শোনে, তা হলেই হয়"। এই বই অবশ্যই পুলিশের ইমেজ ভাল করতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

অবসর জীবনে রাইফেল ছেড়ে আবার কলম ধরেছেন, আর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন কর্মজীবনের সব অভিজ্ঞতা ভবিষ্যত প্রজন্ম 'বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর জন্য'। প্রচন্ড রাজনৈতিক সচেতন হলেও তিনি পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক কারনে ব্যাবহারের বিরূপ ফলাফল তুলে ধরেছেন। পুলিশের রাজনীতিকরন তার কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক মনে হয়েছে। পুলিশ বাহিনী'র সব কর্মকর্তারতো বটেই, সব সদস্যের ও অবশ্য পাঠ্য এই বিশ্লেষন ধর্মী অত্মজীবনী। যা সবাই'কে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। আর বিশ্বাস করি এই বই পড়ে' অনেক পুলিশ বাহিনীর সদস্যই ভবিষ্যতে বই বা ডায়েরী লিখতে উদ্ধুদ্ধ হবেন। 'পুলিশের ইমেজ বৃদ্ধি করা এবং তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ' করা নৈতিক দ্বায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা'রা অবশ্য এই লেখালেখির ব্যাপারে (বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে) বেশ সক্রিয় এবং এর সুফল তারা পেয়েছেন এবং পাচ্ছেন। তারা প্রমান করেছেন, 'Pen is mightier than the Sword'! এর ফলে সাধারন জনসাধারনের মধ্যে একটা মিথ (Myth) তৈরী হয়েছে যে একমাত্র সেনা বাহিনী'ই মুক্তিযুদ্ধ করেছে আর মরেছে আর সাধারন রাজনীতি সচেতন ছাত্র জনতা শুধু সাইড লাইনে বসে যুদ্ধ দেখেছে! অথচ বাস্তবতা কিন্তু সম্পূর্ন ভিন্ন।

সামরিক বাহিনীর সংখ্যার চেয়ে কমপক্ষে বিশগুন বেশী মুক্তিবাহিনীর সদস্য জীবন দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। যেহেতু অতন্ত্য সুপরিকল্পিতভাবে তাদের'কে পদক বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং তাদের বীরত্বগাথাও লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, তাই আজ মুক্তিযূদ্ধের সত্যিকারের বীরদের অত্মত্যাগ আর বীরত্ব নির্বাসিত। একইভাবে উপেক্ষিত হয়ে চলেছে 'রাজারবাগের বীরত্বগাথা এবং মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের আত্মত্যাগ'। খুব কম মানুষই জানেন যে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে সবচেয়ে বেশী আত্মত্যাগ করেছিল এই পুলিশ বাহিনীর রাজারবাগের সদস্যরা।

এই বইয়ে অসংখ্য ঘটানার উল্লেখ আছে, যেমন আছে সময় ও পরিস্থিতী বুঝে বিভিন্ন রকম কৌশল প্রয়োগ এবং প্রাপ্ত সাফল্যের কথা, আলোচনার মাধ্যমে বা ব্যাক্তিগত সুসম্পর্কের মাধ্যমে কঠিন পরিস্থীতি সামাল দেওয়ার উদাহরন; তেমনি কোন কোন জায়গায় ধরা পড়েছে ব্যাক্তিগত সুসম্পর্কের কারনে লেখকের সীমাবদ্ধতার কথা। প্রতিটি ঘটনা থেকে বর্তমান ও ভবিশ্যত প্রজন্মের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা দিকনির্দেশনা পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

আশকরি ভবিষ্যতে আরো অনেক পুলিশ কর্মকর্তা ও সদস্যগন উদবুদ্ধ হবেন "এক পুলিশের ডায়েরি" থেকে। লিখবেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা আর পুলিশ বাহিনীর অবদানের কথা। যা জনগন'এর মধ্যে পুলিশ বাহিনীর সম্পর্কে এক নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে, আর দুরত্ব কমিয়ে দিবে পুলিশ আর জনগনের মধ্যে। ব্যাতিক্রমধর্মী এই বইটি প্রকাশ করেছেন 'শিল্পতরু প্রকাশনী'।

নাজমুল আহসান শেখ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং মুক্তিযুদ্ধ গবেষক; victory1971@gmail.com